দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

৪৭

শিক্ষাঙ্গন

সন্ত্রাস দমনে চাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের সমাজদেহে কীট-পতঙ্গের মত আজ সর্বত্রই সন্ত্রাস ছড়িয়ে আছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস জাতিকে দিন দিন পঙ্গু করে দিচ্ছে। তরুণ প্রতিভাবান মেধাবী ছাত্ররাও মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিকেতনে এসে জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাসে। মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় আজ আর মানুষ গড়ার পরিবেশ নেই। সর্বত্রই যেন সন্ত্রাসের লীলাভূমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নিরীহ সাধারণ ছাত্ররা শিক্ষা সনদের পরিবর্তে মৃত্যু অথবা সন্ত্রাস সনদ নিয়েই বেরিয়ে আসছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে আজ ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার ঘটনা অহরহ ঘটছে। জাতির জিজ্ঞাসা, কেন আজ ছাত্রদের হাতে কলমের পরিবর্তে দেখা যায় অস্ত্রের মহড়া? কি এর কারণ? বিশেষজ্ঞগণ হয়তো এর শত কারণ খুঁজে বের করবেন। কিন্তু এভাবে কারণ খুঁজেও তো সে সন্ত্রাস নির্মূল হচ্ছে না।

আমাদের জাতীয় চরিত্র যে আজ ধুলায় বিলীন হয়েছে, সে অনুভূতি কি আমাদের আছে? আমরা কি একবারও হাতিয়ে দেখছি যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শের দিক-নির্দেশনাহীন? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ইসলামী আদর্শ থাকতো, তাহলে এভাবে সন্ত্রাসে জাতিকে গ্রাস করতো না। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যদি হত, তাহলে সন্ত্রাস দমনে আমাদের হন্যে হতে হত না। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা সন্ত্রাসের এ করুণ চিত্র কল্পনাও করতে পারতাম না।

আমরা সন্ত্রাস দমনে যতই পদক্ষেপ নেই, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়, যতদিন পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিফলন না ঘটবে। তাই, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে এগিয়ে আসা দরকার।

—এ, কে, এম, জাকারিয়া

দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান পরীক্ষা

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বর্তমানে ১৯৯২ সালেও দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারিনি। অথচ নিয়মিত পরীক্ষা হলে ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করে ৩য় বর্ষের ক্লাস শুরু হতো।

অপরত্যাশিতভাবে দরিদ্র পিতার কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করেই চলেছি। কিন্তু আর কত? বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগামী ১ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নাকি পরীক্ষা পিছানোর জন্য মিছিল মিটিং শুরু করেছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এবং সময়মত পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে অনড় থাকার অনুরোধ জানাই। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান (স্যার)দেরও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল মিটিং করে সময় নষ্ট না করে পড়াশুনা করতে অনুরোধ করছি।

—মোঃ জিহাদুল ইসলাম।